আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পর্যায় (الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

বাদশাহ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ (مُكَاتَبَةُ الْمُلُوْكِ وَالْأُمَرَاءِ):

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়াহ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও সমাজপতিদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) প্রস্তাবিত পত্রসমূহ লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর নিকট এ বলে আরয করা হল যে, বাদশাহগণ সে অবস্থায় প্রত্র গ্রহণ করবেন যখন তার উপর সীলমোহর অংকিত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি রূপোর আংটি করিয়ে নিলেন যার উপর মুদ্রিত বা খোদিত ছিল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ মুদ্রণ ছিল তিন পংক্তি বিশিষ্ট এক পংক্তিতে মুহাম্মাদুন, অন্য এক পংক্তিতে ‘রাসূলুন’ এবং তৃতীয় পংক্তিতে ‘আল্লাহ’ শব্দটি মুদ্রিত ছিল।

এ মুদ্রনের আকৃতি ছিল ঠিক এরূপ : [1]

الله

رسول

محمد

অতঃপর বিচক্ষণ, সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহাবীগণণকে (রাঃ) বার্তাবাহক মনোনীত করে তাঁদের মাধ্যমে বাদশাহ ও সমাজপতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। আল্লামা মানসুরপুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর খায়বার যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে ১লা মুহররম ৭ম হিজরীতে এ বার্তা বাহকগণকে প্রেরণ করেছিলেন।[2] পরবর্তী পংক্তিগুলোতে ঐ সকল পত্র ও তার পরিপ্রেক্ষিত এবং কার্যকর প্রভাবসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হল।

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৮৭২-৮৭৩ পৃঃ।

[2] রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খন্ড ১৭১ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6324

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন